উজ্জীবক বার্তা

সংখ্যা ৮৬, জানুয়ারি-জুন ২০২৬

The Hunger Project.
BANGLADESH

প্রিয় পাঠক ও সুহৃদ,

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ-এর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা।

ক্ষুধামুক্ত ও আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে ৩৩ বছরের পথ চলায় আমাদের নানা উদ্যোগ ও সাফল্যের কথা সচরাচর ত্রৈমাসিক হিসাবে প্রকাশিত 'উজ্জীবক বার্তা'-র মাধ্যমে নিয়মিত আপনাদের কাছে পৌঁছে যেত। অনিবার্য কারণে ২০২৪ সালের এপ্রিল-জুন সংখ্যার পর এর প্রকাশনা বন্ধ ছিল।

তবে আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, 'উজ্জীবক বার্তা' আবারও নিয়মিত প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তৃণমূল থেকে শুরু করে বিভিন্ন পর্যায়ে যে স্বেচ্ছাব্রতী ও উজ্জীবকেরা দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের বিভিন্ন কার্যক্রমের মূল চালিকা শক্তি, আমরা আশা করছি তাদের বিভিন্ন সাফল্যের গল্প- আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন, দ্বন্দ্ব নিরসন ও শান্তি সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা, নারী নেতৃত্ব ও যুব'র ক্ষমতায়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে অর্জনের কাহিনী পুনরায় তুলে ধরব।

ক্ষুধামুক্ত ও আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ গড়ার অদম্য যাত্রায় আগের মতোই আপনাদের পাশে পাব বলে আশা রাখছি।

ধন্যবাদান্তে,

উজ্জীবক বার্তা সম্পাদনা পরিষদ

এ সংখ্যায় রয়েছে

সম্প্রীতি, দ্বন্দ্ব নিরসন ও শান্তি প্রতিষ্ঠা

- শান্তি ও স্থিতিশীলতা বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা রাখছে এমআইপিএস প্রকল্প: জরিপের ফল
- শান্তি সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন পর্যায়ে সফলভাবে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ অনুষ্ঠিত (ঢাকা, যশোর, সাতক্ষীরা সদর, কালীগঞ্জ সাতক্ষীরা)
- জনসচেতনতা থেকে প্রশাসনিক উদ্যোগ: কাঁচামাটিয়া নদী রক্ষায় পিএফজি-এর সাফল্য

নারীর ক্ষমতায়ন

- লিঙ্গীয় ন্যায়বিচার ও কর্মের আহ্বানে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৬ উদযাপন
- আসন্ন স্থানীয় সরকার নির্বাচনে নারীর কার্যকর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতের আহ্বান: ঢাকায় বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের আলোচনা

যুব নেতৃত্ব ও সামাজিক উদ্যোগ

- উন্নয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে তরুণদের অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে: নারায়ণগঞ্জে 'নির্বাচনোত্তর তরুণদের ভাবনা' শীর্ষক সংলাপ
- উদ্যমী তরুণদের অংশগ্রহণে বরিশালে 'সম্প্রীতি অলিম্পিয়াড ২০২৬' সম্পন্ন
- তারুণ্যের কণ্ঠে সম্প্রীতির বার্তা: বরিশালে 'সম্প্রীতির পদযাত্রা'
- গুজবের বিরুদ্ধে তারুণ্যের প্রতিরোধ: বরিশালে সম্প্রীতির পথনাটক

মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি

- জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন
- প্রকল্প পরিচিতি ও সক্ষমতা বৃদ্ধি কর্মশালা: সমন্বিত বাস্তবায়নের দৃঢ় ভিত্তি
- তথ্যভিত্তিক পুষ্টিসেবা: মা ও শিশুর সুস্থ ভবিষ্যতের পথে

সুশাসন ও গণতন্ত্র শক্তিশালীকরণ

- গণতন্ত্র শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের আওতায় খুলনা ও নড়াইলে প্রশিক্ষণ ও অলিম্পিয়াড
- দি হাঙ্গার প্রজেক্ট'র সহযোগিতায় ডুমুরিয়ায় এসডিজি স্থানীয়করণ কার্যক্রমের পরিকল্পনা কর্মশালা অনুষ্ঠিত

সম্প্রীতি, দ্বন্দ্ব নিরসন ও শান্তি প্রতিষ্ঠা

শান্তি ও স্থিতিশীলতা বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা রাখছে এমআইপিএস প্রকল্প: জরিপের ফল

বাংলাদেশে সামগ্রিক শান্তি-বিনির্মাণ প্রচেষ্টা, সামাজিক স্থিতিশীলতা এবং রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও জাতিগত সহিংসতা প্রতিরোধে এমআইপিএস প্রকল্প (MIPS) উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। ১০ জুন, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত তথ্য ভেলিডেশন কর্মশালায় 'পারসেপশন অ্যান্ড স্যাটিসফ্যাকশন সার্ভে'র ফলাফলে এই তথ্য উঠে এসেছে।

দি হাঙ্গার প্রজেক্টের পক্ষে গবেষণা প্রতিষ্ঠান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ (dRi) গত মার্চ থেকে মে (২০২৬) পর্যন্ত তিন মাসব্যাপী এই মাঠপর্যায়ের জরিপটি পরিচালনা করে। জরিপটিতে মূলত এমআইপিএস প্রকল্পের আওতাধীন কার্যক্রমগুলোর কার্যকারিতা, গুণমান, প্রাসঙ্গিকতা এবং স্থায়িত্ব সম্পর্কে প্রকল্পের অংশীজন ও স্থানীয় সম্প্রদায়ের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও সন্তুষ্টির মূল্যায়ন করা হয়।

গবেষণার তথ্যমতে, এমআইপিএস কর্মএলাকায় শান্তি-বিনির্মাণ এবং যেকোনো ধরনের সহিংসতা প্রতিরোধ, প্রশমন ও নিরসনে স্থানীয় 'শান্তি সহায়ক দল' বা পিস ফ্যাসিলিটেটর গ্রুপগুলো (পিএফজি) অত্যন্ত জোরালো ও কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। তাদের উদ্যোগের ফলে কর্মএলাকায় দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের হার উল্লেখযোগ্যহারে হ্রাস পেয়েছে। জরিপে একই সাথে প্রকল্পের সফল দিকগুলোর পাশাপাশি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় চ্যালেঞ্জ ও করণীয়গুলোও সুনির্দিষ্টভাবে তুলে ধরা হয়।

আলোচনায় অংশ নিয়ে বক্তারা বলেন, এই জরিপের গবেষণালব্ধ ফলাফল ও সুপারিশসমূহ বর্তমান শান্তি-বিনির্মাণ কার্যক্রমের গতিধারা সচল রাখতে এবং ভবিষ্যৎ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

শান্তি সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন পর্যায়ে সফলভাবে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ অনুষ্ঠিত

ঢাকা

সহিংসতা নিরসন ও শান্তি রক্ষায় আন্তঃধর্মীয় সংলাপ অনন্য ভূমিকা রাখছে জানিয়ে তা অব্যহত রাখার তাগিদ দিয়েছেন ধর্মীয় নেতা ও পিএফজি সদস্যরা।

ঢাকায় আয়োজিত আন্তঃধর্মীয় প্ল্যাটফর্ম এর জাতীয় কমিটির সমন্বয় সভায় এমন মন্তব্য উঠে আসে। সভায় আন্তঃধর্মীয় জাতীয় কমিটির সদস্যরা ছাড়াও এমআইপিএস প্রকল্পের চারটি ক্লাস্টার থেকে আন্তঃধর্মীয় উপজেলা কমিটির প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

সমন্বয় সভায় প্রতিনিধিরা নিজ নিজ উপজেলায় ধর্মীয় শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষায় তাদের কার্যক্রমের সাফল্যগুলো তুলে ধরেন। স্থানীয় পর্যায়ে যেকোনো ধরনের ধর্মীয় সহিংসতা নিরসনে আরও কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকরী ভূমিকা রাখা যায়, তা আলোচনায় উঠে আসে। এই সভার মাধ্যমে জাতীয় কমিটির সাথে উপজেলা কমিটির সদস্যদের মধ্যে যে যোগাযোগ তৈরি হলো তা ভবিষ্যতে তৃণমূল পর্যায়ে শান্তি রক্ষার কাজকে আরও বেশি গতিশীল ও টেকসই করবে বলে আশা প্রকাশ করেন আয়োজকরা।

দীর্ঘমেয়াদে সমাজে শান্তি ও ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য আলোচকরা গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রস্তাবনা তুলে ধরেন। যেমন, সমাজে সহনশীলতা বজায় রাখতে প্রতিটি পরিবারে শিশুদের পারিবারিক সু-শিক্ষা দেওয়া এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার সঠিক শিক্ষা প্রদান, ভুল বোঝাবুঝি দূর করতে নিয়মিত আন্তঃধর্মীয় সংলাপের আয়োজন, ধর্মীয় উৎসবগুলোতে অন্য ধর্মের প্রতি পারস্পরিক সম্মান প্রদর্শন এবং গুজব ও অপপ্রচার রোধে সঠিক তথ্যের প্রসার ঘটানোর ওপর জোর দেওয়া।

যশোর

ধর্মীয় সম্প্রীতি, পারস্পরিক সহনশীলতা ও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব অনুধাবন করে যশোরে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আরআরএফ ট্রেনিং অ্যান্ড রিসোর্স সেন্টারে অনুষ্ঠিত সংলাপে অংশ নেন ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা, নাগরিক সমাজ ও স্থানীয় প্রশাসনের প্রতিনিধিরা।

সংলাপে বক্তারা ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখতে ইমাম, পুরোহিত, পাদ্রী, শিক্ষক, সাংবাদিক, জনপ্রতিনিধি ও তরুণদের নিয়ে সমন্বিত উদ্যোগের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। পাশাপাশি গুজব ও বিভ্রান্তিকর তথ্য সম্পর্কে সচেতন থাকতে ও তা সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে না দিতে সচেতন হওয়ার তাগিদ দেন তারা। সেই সাথে স্থানীয় পর্যায়ে নিয়মিত আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ও সম্প্রীতি বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনারও জোর তাগিদ দেন আলোচকরা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) সুজন সরকার বলেন, "দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্র ও সমাজের কল্যাণে সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে ভূমিকা রাখতে হবে।"

পরে ধর্মীয় সম্প্রীতি ও স্থায়িত্বশীল শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গৃহীত ১১ দফা ঘোষণাপত্রে উপস্থিত অংশগ্রহণকারীরা সর্বসম্মতিক্রমে স্বাক্ষর করেন।

সাতক্ষীরা সদর

সরকারি উদ্যোগ এবং স্থানীয় কমিউনিটির কার্যকর অংশীদারিত্ব কীভাবে আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতিকে জোরদার করতে পারে এবং সম্মিলিত উদ্যোগকে অনুপ্রাণিত করতে পারে তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে সাতক্ষীরা জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর।

গত ১৩ জুন সাতক্ষীরা সদর ও কালীগঞ্জ পিএফজি-এর যৌথ উদ্যোগে সাতক্ষীরায় অনুষ্ঠিত আন্তঃধর্মীয় সংলাপে প্রধান অতিথি ছিলেন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপপরিচালক মোছা. নাজমুন নাহার। এই অনুষ্ঠান থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি দুই সপ্তাহের মধ্যে নারীদের নিয়ে একটি সম্প্রীতি সভা আয়োজনের প্রতিশ্রুতি দেন। সে সময়সীমা শেষ হওয়ার আগেই তিনি গত ২৫ জুন জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে বিভিন্ন ধর্মের প্রায় একশত নারীর অংশগ্রহণে সমাবেশটির আয়োজন করেন। যেখানে আমন্ত্রণ পেয়ে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সাংবাদিক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং পিএফজি-এর পিস অ্যাম্বাসেডররাও।

এই উদ্যোগের ফলে জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, প্রশাসন, পিএফজি, সাধারণ মানুষের এই যৌথ প্রয়াস কেবল পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও মেলবন্ধনকে সুদৃঢ় করেনি, বরং সামাজিক যেকোনো উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে একসঙ্গে কাজ করার এক নতুন প্রেরণা যুগিয়েছে। এর ফলে সরকারি প্রতিষ্ঠান ও কমিউনিটির মধ্যে একটি কার্যকর প্ল্যাটফর্ম তৈরির দৃষ্টান্ত স্থাপন হল বলে মন্তব্য করেন অতিথিরা।

কালীগঞ্জ, সাতক্ষীরা

ধর্মীয় অনুষ্ঠানে উচ্চারিত হল সম্প্রীতির বার্তা। সাতক্ষীরার কালীগঞ্জ উপজেলার নলতা কালীমাতা মন্দিরের প্রধান পুরোহিত শ্রী সঞ্জয় চক্রবর্তী সম্প্রতি একটি ধর্মীয় সমাবেশে আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির বার্তা প্রচার করে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

গত ১৩ জুন সাতক্ষীরায় অনুষ্ঠিত এক আন্তঃধর্মীয় সংলাপে তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং ধর্মীয় সমাবেশে শান্তির বার্তা তুলে ধরার অঙ্গীকার করেছিলেন। এর ঠিক পরদিন, ১৪ জুন বাগবাটিয়া এলাকায় অনুষ্ঠিত বার্ষিক শ্রীমদ্ভগবদগীতা পাঠ অনুষ্ঠানে তিনি তাঁর এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করেন।

অনুষ্ঠানে দুই হাজারেরও বেশি নারী ও পুরুষের উপস্থিতিতে তিনি তাঁর বক্তব্যে আধাঘণ্টারও বেশি সময় শান্তি ও সামাজিক সম্প্রীতি বজায় রাখার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। ধর্মীয় শিক্ষার আলোকে মানবিকতা, সহমর্মিতা ও সব ধর্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, বিদ্বেষ ও বিভাজন পরিহার করে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠন করতে হবে।

পুরোহিত সঞ্জয় চক্রবর্তীর এমন উদ্যোগ প্রমাণ করে যে, ধর্মীয় নেতারা যখন স্বপ্রণোদিত হয়ে সম্প্রীতির বার্তা ছড়ান, তখন তা সাধারণ মানুষের কাছে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য হয়।

জনসচেতনতা থেকে প্রশাসনিক উদ্যোগ: কাঁচামাটিয়া নদী রক্ষায় পিএফজি-এর সাফল্য

ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার ঐতিহ্যবাহী কাঁচামাটিয়া নদী রক্ষায় স্থানীয় পিস ফ্যাসিলিটেটর গ্রুপ (পিএফজি)-এর গণসচেতনতামূলক কর্মসূচির পর নদীটি উদ্ধারে যুক্ত হয়েছে সরকারের উচ্চপর্যায়। অবৈধ দখল ও দূষণে অস্তিত্ব সংকটে পড়া এই নদীটি পুনরুদ্ধারে সম্প্রতি খোদ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

দীর্ঘদিন ধরে প্রভাবশালী মহলের অবৈধ দখল, প্লাস্টিক বর্জ্য ও ময়লা-আবর্জনা ফেলার কারণে কাঁচামাটিয়া নদীটি সরু খালে পরিণত হয়েছিল। ফলে আশেপাশের এলাকায় জলাবদ্ধতা তৈরি হতো এবং ব্যাহত হতো কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন। নদীর অস্তিত্ব রক্ষায় গত ৭ মে পিএফজি, ইয়ুথ পিস অ্যাম্বাসেডর গ্রুপ এবং উইমেন এগেইনস্ট ভায়োলেন্স এভরিহোয়ার (ওয়েভ) যৌথভাবে একটি বিশাল মানববন্ধনের আয়োজন করে। সর্বস্তরের মানুষ এতে অংশ নেন। মানববন্ধন শেষে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) মাধ্যমে সংসদ সদস্য ও জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

এই আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ১২ জুন স্থানীয় সংসদ সদস্য এবং ইউএনও যৌথভাবে কচুরিপানা পরিষ্কার ও নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে আনার

কাজের উদ্বোধন করেন। পরে সংসদ সদস্য নদীটির স্থায়ী সমাধানের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে একটি ডিও লেটার পাঠান। এরই ভিত্তিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেন।

নাগরিক সমাজ ও প্রশাসনের এই সমন্বিত উদ্যোগে কাঁচামাটিয়া নদী ফিরে পাওয়ার আশায় বুক বাঁধছেন ঈশ্বরগঞ্জবাসী।

নারীর ক্ষমতায়ন

লিঙ্গীয় ন্যায়বিচার ও কর্মের আহ্বানে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৬ উদযাপন

ঢাকা, ১৫ মার্চ ২০২৬: "অধিকার, ন্যায়বিচার, কর্ম, সকল নারী ও বালিকাদের জন্য"–এই প্রতিপাদ্যে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৬ উদযাপন করেছে জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম (এনজিসিএএফ)। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ ও সহযোগী সংস্থাগুলোর সহায়তায় ঢাকার মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে নীতিনির্ধারক, সুশীল সমাজ, উন্নয়ন সহযোগী, যুব প্রতিনিধি ও গণমাধ্যমকর্মীরা অংশ নেন।

সুজন সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রী ড. এ. জেড. এম. জাহিদ হোসেন, এমপি এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন এর ভাইস প্রেসিডেন্ট ডা. জুবাইদা রহমান। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কমিশনার ইলিরা দেওয়ান এবং দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর প্রশান্ত ত্রিপুরাসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

নারীর অধিকার ও সামাজিক উন্নয়নে আজীবন অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ শিশুবিষয়ক সংগঠন সুরভী এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ার সৈয়দা ইকবাল মান্দ বানু এবং নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের প্রধান শিরিন পারভীন হককে সম্মাননা প্রদান করা হয়।

আলোচনায় বক্তারা লিঙ্গবৈষম্য ও সহিংসতা মোকাবিলায় নীতির কার্যকর বাস্তবায়ন, জবাবদিহিতা, অংশীজনদের সহযোগিতা এবং তৃণমূল পর্যায়ে সচেতনতা ও নেতৃত্বের বিকাশের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তাঁরা বলেন, নারী ও কন্যাশিশুর অধিকার নিশ্চিত করা শুধু একটি দিবসের অঙ্গীকার নয়; এটি একটি ন্যায়ভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনের ধারাবাহিক প্রক্রিয়া।

আয়োজনটি মর্যাদা, নিরাপত্তা, অধিকার ও সমান সুযোগ নিশ্চিত করে বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ার সম্মিলিত অঙ্গীকারকে আরও জোরালো করে এবং "অধিকার থেকে কর্মে" এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানায়।

আসন্ন স্থানীয় সরকার নির্বাচনে নারীর কার্যকর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতের আহ্বান: ঢাকায় বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের আলোচনা

আসন্ন স্থানীয় সরকার নির্বাচনে নারীর কার্যকর, অর্থবহ ও সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে রাজনৈতিক দল, নির্বাচন কমিশন, সরকার এবং নাগরিক সমাজের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন বিকশিত নারী নেটওর্য়াকের নারী অধিকারকর্মী, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন পেশাজীবী নারীবৃন্দ।

২৪ জুন ২০২৬, বুধবার দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের সহযোগিতায় বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক,ঢাকা অঞ্চল আয়োজিত "আসন্ন স্থানীয় সরকার নির্বাচনে নারীর প্রতিনিধিত্ব: প্রত্যাশা ও করণীয়" শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠক এ আহ্বান জানান আলোচকরা। তারা বলেন, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা থাকলেও নেতৃত্বের মূল পদগুলোতে নারীর অংশগ্রহণ এখনো অত্যন্ত সীমিত। ২০২১–২২ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ৪ হাজার ৫৭১টি ইউনিয়নের মধ্যে মাত্র ২৪ জন (০.৬ শতাংশ) নারী চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। একইভাবে, ২০২৪ সালের উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে মাত্র একজন নারী চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। এছাড়া পৌরসভা ও সিটি করপোরেশন পর্যায়েও নারীর প্রতিনিধিত্ব সন্তোষজনক নয়।

বক্তরা রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান পদে অন্তত ১৫ শতাংশ এবং উপজেলা ও জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান পদে ১০ শতাংশ নারী প্রার্থী মনোনয়নের সুপারিশ করেন। পাশাপাশি নারী প্রার্থীদের জন্য নিরাপদ রাজনৈতিক পরিবেশ, নির্বাচনী সহিংসতা ও হয়রানি প্রতিরোধ, আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা এবং সমান মর্যাদা ও প্রতিযোগিতার সুযোগ নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয় বৈঠকে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে অ্যাডভোকেট নিপুণ রায় চৌধুরী, এমপি বলেন, নারীর নেতৃত্বকে এখনও সমাজে পুরুষের সমমর্যাদায় গ্রহণ করার মানসিকতা পুরোপুরি গড়ে ওঠেনি। রাজনৈতিক অঙ্গনে নারীরা এখনো অনলাইন ও সামাজিক হয়রানিসহ নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হচ্ছেন। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় রাজনৈতিক সদিচ্ছা, সামাজিক সচেতনতা এবং কার্যকর নীতিগত উদ্যোগ প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেন তিনি।

দি হাঙ্গার প্রজেক্টের ঢাকার আঞ্চলিক সমন্বয়কারী জিল্লুর রহমান সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত এ গোলটেবিল বৈঠকে আরও বক্তব্য দেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর প্রশান্ত ত্রিপুরা, সুজন সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার, জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির

অ্যাডভোকেট সালমা আলী, এনসিপির অ্যাডভোকেট হুমায়রা নূর, শিক্ষাবিদ প্রফেসর রাহিলা হাসেম, নাগরিক ঐক্যের সাকিব আনোয়ার, জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের শাহিনুর নার্গিস প্রমুখ। বক্তারা নারী নেতৃত্ব বিকাশ, স্থানীয় সরকারে নারীর অর্থবহ ও কার্যকরী অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং লিঙ্গসমতাভিত্তিক গণতান্ত্রিক চর্চা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

যুব নেতৃত্ব ও সামাজিক উদ্যোগ

উন্নয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে তরুণদের অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে: নারায়ণগঞ্জে ‘নির্বাচনোত্তর তরুণদের ভাবনা’ শীর্ষক সংলাপ

দেশের উন্নয়ন, নীতিনির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তরুণদের অংশগ্রহণের সুযোগ আরও সম্প্রসারিত করার আহ্বান জানিয়েছেন বক্তারা। ১৩ জুন, ২০২৬ শনিবার নারায়ণগঞ্জের চাষাড়ায় আয়োজিত “নির্বাচনোত্তর তরুণদের ভাবনা” শীর্ষক এক সংলাপে নীতিনির্ধারক, নাগরিক সমাজ ও তরুণ প্রতিনিধিরা এ মত প্রকাশ করেন।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের সহযোগিতায় ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার, নারায়ণগঞ্জ জেলা ফোরাম এই সংলাপের আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট আব্দুল্লাহ আল আমিন।

সংলাপে অংশগ্রহণকারী বিপুল সংখ্যক তরুণ-তরুণী নির্বাচন-পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতা নিয়ে তাঁদের নানা প্রত্যাশা, উদ্বেগ এবং সুপারিশ তুলে ধরেন। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ, পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি, মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তরুণদের অর্থবহ অংশগ্রহণের ওপর তাঁরা বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।

প্রধান অতিথি অ্যাডভোকেট আব্দুল্লাহ আল আমিন, এমপি বলেন, "দেশের উন্নয়ন ও গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় তরুণদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি সমৃদ্ধ, আধুনিক ও মানবিক বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হলে তরুণ সমাজকে আরও দায়িত্বশীল, সচেতন ও সক্রিয় নাগরিক হিসেবে এগিয়ে আসতে হবে।"

তিনি আরও বলেন, "তরুণদের নেতৃত্ব, সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী চিন্তাই আগামী দিনের বাংলাদেশের অন্যতম চালিকাশক্তি। তাই রাষ্ট্র ও সমাজের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ আরও সম্প্রসারিত করতে হবে।"

বিশেষ অতিথি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর প্রশান্ত ত্রিপুরা বলেন,"এ ধরনের আয়োজন জাতীয় সংসদ সদস্য এবং তরুণদের মধ্যে মতবিনিময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করছে। রাজনীতি, সুশাসন, শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় তরুণদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে এটি কার্যকর ভূমিকা রাখবে এবং ভবিষ্যৎ নীতিনির্ধারণে তরুণদের মতামত প্রতিফলনের সুযোগ সৃষ্টি করবে।"

'বিল্ডিং ইয়ুথ লিডারশিপ অন প্লুরালিজম অ্যান্ড সোশ্যাল হারমনি' কার্যক্রমের আওতায় অনুষ্ঠিত এ সংলাপে আরও উপস্থিত ছিলেন সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন)-এর নারায়ণগঞ্জ জেলা কমিটির সভাপতি ধীমান সাহা ও সম্পাদক আশরাফুল হক আশু, দি হাঙ্গার প্রজেক্টের ইয়ুথ মোবিলাইজেশন ইউনিটের প্রধান শশাঙ্ক বরণ রায়সহ স্থানীয় সাংবাদিক, সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা।

উদ্যমী তরুণদের অংশগ্রহণে বরিশালে ‘সম্প্রীতি অলিম্পিয়াড ২০২৬’ সম্পন্ন

তরুণ প্রজন্মের মাঝে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, ধর্মীয় সহনশীলতা ও সামাজিক সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দিতে বরিশালে সফলভাবে শেষ হয়েছে ‘সম্প্রীতি অলিম্পিয়াড ২০২৬’। ফোর্ব ইয়ুথ নেটওয়ার্ক এবং ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার, বরিশাল এবং এর যৌথ উদ্যোগে ইউনিভার্সিটি অব গ্লোবাল ভিলেজ অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত এই ব্যতিক্রমী অলিম্পিয়াডে বরিশালের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দুই শতাধিক উদ্যমী তরুণ-তরুণী স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেয়।

অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণকারীদের জ্ঞান, বিশ্লেষণী দক্ষতা এবং সম্প্রীতি বিষয়ক সচেতনতা যাচাই করা হয়। প্রতিযোগিতা শেষে সেরা ১০ জন বিজয়ীকে সম্মাননা স্মারক, মেডেল ও সনদপত্র প্রদান করা হয়।

ফোর্ব ফোরামের সভাপতি গাজী জাহিদ হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তারা একটি শান্তিপূর্ণ ও বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গঠনে তরুণদের ভূমিকার ওপর জোর দেন। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি ফোর্ব ফোরামের সম্পাদক রনজিৎ দত্ত তরুণদের সম্প্রীতির দূত হিসেবে কাজ করার আহ্বান জানান। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের বরিশাল অঞ্চলের আঞ্চলিক সমন্বয়কারী মেহের আফরোজ বলেন “সম্প্রীতি শুধু একটি ধারণা নয়, এটি টেকসই ভবিষ্যৎ নির্মাণের অন্যতম ভিত্তি।” ইউনিভার্সিটি অব গ্লোবাল ভিলেজ এর প্রোক্টর ড. গোলাম সালেহ আহমেদ সালেম শিক্ষার্থীদের মানবিকতা ও সহনশীলতার চর্চা করার তাগিদ দেন।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন ইউনিভার্সিটি অব গ্লোবাল ভিলেজ এর সহকারী অধ্যাপক আদনান শাকুর, বিভাগীয় প্রধান মুরসেদ আলম, প্রভাষক এমডি মুতাসসিন ফুয়াদ; বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক আলমগীর হোসেন; বরিশাল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রভাষক আবীর অধিকারী; দি হাঙ্গার প্রজেক্টের এরিয়া সমন্বয়কারী হাদিউজ্জামান সুজন এবং ফোর্ব ইয়ুথ নেটওয়ার্ক এর জাতীয় সমন্বয়কারী মোঃ শুভ চৌধুরী।

২৬ জন নিবেদিতপ্রাণ ইয়ুথ স্বেচ্ছাসেবকের নিরলস পরিশ্রমে সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হওয়া এই আয়োজনটি তরুণদের মাঝে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। আয়োজকরা সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে জানান, সচেতন তরুণরাই ভবিষ্যতে বিভেদহীন ও মানবিক মূল্যবোধের বাংলাদেশ গড়ে তুলতে নেতৃত্ব দেবে।

তারুণ্যের কণ্ঠে সম্প্রীতির বার্তা: বরিশালে 'সম্প্রীতির পদযাত্রা'

ফোর্ব ইয়ুথ নেটওয়ার্ক এবং ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার, বরিশাল এবং এর যৌথ উদ্যোগে এবং এজেন্ট অব চেঞ্জ এ বাংলাদেশ ফ্রিডম অব রিলিজিয়ন অর বিলিফ (ফোর্ব) লিডারশিপ ইনিশিয়েটিভের আওতায় সমাজে শান্তি, সৌহার্দ্য ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের বার্তা ছড়িয়ে দিতে বরিশালে অনুষ্ঠিত হয়েছে 'সম্প্রীতির পদযাত্রা'।

১৪ জুন সকালে বরিশাল জেলা স্কুল মোড় থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৯০ জনেরও বেশি তরুণ-তরুণী, স্বেচ্ছাসেবক ও ধর্মীয় প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে পদযাত্রাটি বেলস পার্কে গিয়ে শেষ হয়। এ সময় অংশগ্রহণকারীদের হাতে সম্প্রীতি ও সহনশীলতার বার্তা সম্বলিত প্ল্যাকার্ড শোভা পায়।

পদযাত্রা শেষে বেলস পার্কে অনুষ্ঠিত সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্যে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর তুহিন আফসারী বলেন, "ধর্মীয় বৈচিত্র্য আমাদের শক্তি। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতার মাধ্যমেই একটি শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ গড়া সম্ভব।" অনুষ্ঠানে উপস্থিত মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের চারজন প্রতিনিধি ধর্মীয় সম্প্রীতি ও মানবিক মূল্যবোধের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। অংশগ্রহণকারীরা ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবার প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ার যৌথ অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

গুজবের বিরুদ্ধে তারুণ্যের প্রতিরোধ: বরিশালে সম্প্রীতির পথনাটক

"আমাদের অঙ্গীকার, সম্প্রীতির বাংলাদেশ" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বরিশালের ঐতিহ্যবাহী বেলস পার্কে সামাজিক সম্প্রীতি বিষয়ক একটি ব্যতিক্রমধর্মী পথনাটক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বর্তমান ডিজিটাল যুগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সত্যতা যাচাই না করে ধর্মীয় বা জাতিগত ইস্যুতে মিথ্যা তথ্য ও গুজব ছড়ানোর মাধ্যমে সমাজে যে অস্থিরতা সৃষ্টির অপচেষ্টা চলছে, তা-ই ছিল এই নাটকের মূল উপজীব্য।

নাটকের কাহিনিতে দেখা যায়, এক তরুণ শিল্পী মানবতা ও সাম্যের বার্তা নিয়ে লালন শাহের গান পরিবেশন করার পর একটি স্বার্থান্বেষী মহল তাঁর বিরুদ্ধে ধর্ম অবমাননার মিথ্যা অপপ্রচার চালায়। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে একদল সচেতন তরুণ (ইয়ুথ অ্যাক্টিভিস্ট) এগিয়ে আসে। তারা আবেগ ও হুজুগে না মেতে তথ্য যাচাই, যুক্তি ও সংলাপের মাধ্যমে প্রকৃত সত্য উন্মোচন করে এবং নির্দোষ শিল্পীকে অপবাদ থেকে মুক্ত করে। নাটকের মাধ্যমে দর্শকদের বার্তা দেওয়া হয় যে, গুজব নয়, সত্য যাচাই-ই সামাজিক সম্প্রীতি রক্ষার সবচেয়ে কার্যকর উপায়।

বেলস পার্কে উপস্থিত বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার বিপুলসংখ্যক দর্শক নাটকটি উপভোগ করেন। ফোর্ব ইয়ুথ নেটওয়ার্ক এবং ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার, বরিশাল এবং এর যৌথ উদ্যোগে এই সচেতনতামূলক নাটকটি মঞ্চস্থ হয়।

মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি

জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন

শিশুদের পুষ্টি উন্নয়ন ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ২৮ জুন কিশোরগঞ্জের তাড়াইল উপজেলায় জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের আয়োজনে এই সরকারি কর্মসূচিতে উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ।

ক্যাম্পেইনে মাল্টি সেক্টোরাল অ্যালায়েন্স ফর ইমপ্রুভড নিউট্রিশন

(MAIN) প্রকল্পের আওতায় ১৮ জন নারী পুষ্টি উজ্জীবক এবং ইউনিয়ন সমন্বয়কারীরা উপজেলার ৬টি ইউনিয়নের ১৮টি টিকাদান কেন্দ্রে মাঠপর্যায়ে দায়িত্ব পালন করেন। তারা স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে সমন্বয় করে শিশুদের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ, অভিভাবকদের সচেতন করা এবং ক্যাপসুল বিতরণে সরাসরি সহায়তা করেন।

যৌথ এই উদ্যোগের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে প্রায় ৭০০০ শিশুকে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়। এর মধ্যে ৬ থেকে ১১ মাস বয়সী ২৪৮ জন শিশুকে নীল রঙের এবং ১২ থেকে ৫৯ মাস বয়সী ১,৮১০ জন শিশুকে লাল রঙের ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল দেওয়া হয়।

মাঠপর্যায়ে দি হাঙ্গার প্রজেক্টের পুষ্টি উজ্জীবকদের এই সক্রিয় অংশগ্রহণ গ্রামীণ মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সরকারি স্বাস্থ্যসেবাকে আরও কার্যকর করতে বিশেষ অবদান রেখেছে। একটি সুস্থ ও পুষ্টিসমৃদ্ধ আগামী প্রজন্ম গড়ে তোলার প্রত্যয়ে ভবিষ্যতে এমন জাতীয় কর্মসূচিতে সহযোগিতা অব্যাহত রাখার আশ্বাস দিয়েছে সংস্থাটি।

প্রকল্প পরিচিতি ও সক্ষমতা বৃদ্ধি কর্মশালা: সমন্বিত বাস্তবায়নের দৃঢ় ভিত্তি

MAIN প্রকল্পের সফল ও মানসম্মত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ ১৭–১৯ মে ২০২৬ তারিখে মানিকগঞ্জের গণ কল্যাণ ট্রাস্টে তিন দিনব্যাপী একটি প্রারম্ভিক আবাসিক কর্মশালার আয়োজন করে। এতে প্রকল্পের কর্মী এবং প্রধান স্বেচ্ছাসেবক/ইউনিয়ন সমন্বয়কারীরা অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রকল্পের লক্ষ্য, বাস্তবায়ন কৌশল, আর্থিক ও হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থা, সেফগার্ডিং (সুরক্ষা) নীতিমালা এবং মনিটরিং, ইভালুয়েশন, অ্যাকাউন্টেবিলিটি অ্যান্ড লার্নিং (MEAL) কাঠামো সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের একটি অভিন্ন ও সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করা। এই সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক উদ্যোগের মাধ্যমে বাস্তবায়নজনিত ভুলত্রুটি কমানো এবং বরিশাল, ঝালকাঠি ও টাঙ্গাইল জেলার পাঁচটি উপজেলার ৩২টি ইউনিয়নে অধিকারভিত্তিক, মানসম্মত ও সমন্বিত প্রকল্প বাস্তবায়নের ভিত্তি আরও সুদৃঢ় হবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে কর্মশালার আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। উদ্বোধনী পর্বে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর জনাব প্রশান্ত ত্রিপুরা ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি দেশের বর্তমান উন্নয়ন প্রেক্ষাপটে প্রকল্পটির গুরুত্ব তুলে ধরেন, প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জনে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং মাঠপর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়নে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

এছাড়া ফাইনান্স অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিরেক্টর স্বপন সাহা এবং ডিরেক্টর অব ট্রেনিং অ্যান্ড এমপাওয়ারমেন্ট জমিরুল ইসলাম অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। তাঁরা প্রকল্প বাস্তবায়নে আর্থিক স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সক্ষমতা উন্নয়ন, দলগত সমন্বয় এবং স্থানীয় জনগণের সক্রিয় সম্পৃক্ততার গুরুত্ব তুলে ধরেন। প্রকল্পের পুরো বাস্তবায়নকাল জুড়ে উচ্চমানের পেশাদারিত্ব, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সামাজিক জবাবদিহিতা বজায় রেখে কাজ করার জন্য তাঁরা প্রকল্প দলকে উৎসাহিত করেন।

এই কর্মশালাটি অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে একটি অভিন্ন কর্ম-দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার পাশাপাশি মাঠপর্যায়ে কার্যকর, সমন্বিত এবং টেকসই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করেছে

তথ্যভিত্তিক পুষ্টিসেবা: মা ও শিশুর সুস্থ ভবিষ্যতের পথে

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ কিশোরগঞ্জের তাড়াইল, খুলনার ডুমুরিয়া এবং সুনামগঞ্জের শান্তিগঞ্জ উপজেলায় একটি উদ্ভাবনী ও তথ্যভিত্তিক পুষ্টি উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে। এর লক্ষ্য হলো প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর গর্ভবতী নারী ও অনূর্ধ্ব-পাঁচ বছর বয়সী শিশুদের সরকারি পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসা।

এই উদ্যোগে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবীরা কোবো টুলবক্স ব্যবহার করে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ডিজিটাল জরিপ পরিচালনা করছেন। শিশুদের পুষ্টি অবস্থা, গর্ভবতী নারীদের স্বাস্থ্যঝুঁকি এবং পরিবারের আর্থ-সামাজিক তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রকৃত ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারগুলোকে চিহ্নিত করা হচ্ছে। একই সঙ্গে 'মাদার কার্ড'-এর মাধ্যমে গর্ভবতী নারীদের নিয়মিত অ্যান্টেনেটাল ও পোস্টনেটাল সেবা নিশ্চিত করা হচ্ছে। খাদ্যঝুঁকিতে থাকা কৃষক পরিবারগুলোর মধ্যে জিঙ্কসমৃদ্ধ ধানের বীজ বিতরণের মাধ্যমে পুষ্টিনির্ভর কৃষিকেও উৎসাহিত করা হচ্ছে।

সংগৃহীত তথ্য উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগের সঙ্গে নিয়মিত ভাগাভাগি করায় সরকারি সেবার কার্যকারিতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। যাচাইকৃত সুবিধাভোগী তালিকার ভিত্তিতে গর্ভবতী নারীদের জন্য বহু পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ বড়ি (MMS), শিশুদের জন্য পুষ্টিকণা (MNP) সরবরাহ, অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুদের দ্রুত রেফারেল এবং কমিউনিটি ক্লিনিকভিত্তিক মাদার্স ক্লাব পরিচালনা আরও কার্যকর হয়েছে।

এই উদ্যোগ প্রমাণ করেছে, নির্ভুল তথ্য, কমিউনিটির সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং সরকারি সেবার সমন্বয় নিশ্চিত করা গেলে মা ও শিশুর পুষ্টি এবং স্বাস্থ্যসেবায় টেকসই ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব।

সুশাসন ও গণতন্ত্র শক্তিশালীকরণ

গণতন্ত্র শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের আওতায় খুলনা ও নড়াইলে প্রশিক্ষণ ও অলিম্পিয়াড

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের গণতন্ত্র শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের অধীনে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশ ও নারী নেতৃত্ব জোরদার করতে মে ও জুন মাসে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হয়েছে। এর মধ্যে খুলনায় ২৫৬তম 'নারীনেত্রী ফাউন্ডেশন কোর্স' এবং নড়াইলে 'গণতন্ত্র অলিম্পিয়াড' অন্যতম।

গত ২০ থেকে ২২ মে খুলনার 'সিএসএস আভা সেন্টারে' অনুষ্ঠিত তিন দিনব্যাপী নারীনেত্রী ফাউন্ডেশন কোর্সে খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাটের ৩০ জন নারী অংশ নেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ছয় জন নারী সংসদ সদস্য প্রার্থী, প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর প্রথম সারির নেত্রী ও স্থানীয় সরকারের সম্ভাব্য প্রার্থীরা ছিলেন। প্রশিক্ষণে তাঁরা একমত হন যে, ক্ষুধা ও বৈষম্যমুক্ত সমাজ গঠনে নারী নেতৃত্বের কোনো বিকল্প নেই। তৃণমূলে নারীদের ক্ষমতায়নে বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক (বিএনএন)-কে শক্তিশালী করার অঙ্গীকার নিয়ে প্রশিক্ষণ শেষে প্রত্যেকে নিজেকে গর্বিত 'নারীনেত্রী' হিসেবে ঘোষণা করেন।

এদিকে, গত ২৯ জুন নড়াইল সরকারি ভিক্টোরিয়া কলেজ মিলনায়তনে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হয় ব্যতিক্রমী 'গণতন্ত্র অলিম্পিয়াড'। এতে মোট ২৬০ জন শিক্ষার্থী স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেন যার মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যাই বেশি। অলিম্পিয়াডের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা গণতন্ত্র, সুশাসন, নির্বাচন এবং নাগরিক অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে তাঁদের মেধা ও সচেতনতা মূল্যায়ন করার সুযোগ পান।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সহযোগিতায় ডুমুরিয়ায় এসডিজি স্থানীয়করণ কার্যক্রমের পরিকল্পনা কর্মশালা অনুষ্ঠিত

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ ও জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) এর সহযোগিতায় 'উপজেলা এসডিজি পরিকল্পনা কর্মশালা' এর আয়োজন করে খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলা প্রশাসন।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার সবিতা সরকারের সভাপতিত্বের গত ২২ জুন অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের কৌশল নির্ধারণ করা হয়।

কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন খুলনার অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার আবু সায়েদ মোঃ মনজুর আলম। বিশেষ অতিথি ছিলেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ এর কান্ট্রি ডিরেক্টর প্রশান্ত ত্রিপুরা, ইউএনডিপি'র উপদেষ্টা আব্দুল বারিক, হাঙ্গার প্রজেক্ট এর আঞ্চলিক সমন্বয়কারী খোরশেদ আলমসহ অন্যরা। "এসডিজি অর্জনে কেবল কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা যথেষ্ট নয়, তৃণমূল পর্যায়ের স্থানীয়করণই এর মূল চাবিকাঠি" এই প্রতিপাদ্যে বিষয় ভিত্তিক প্রেজেন্টেশন দেন হাঙ্গার প্রজেক্ট এর পরিচালক জমিরুল ইসলাম।

আলোচকরা বলেন, স্থানীয় চাহিদাকে প্রাধান্য দিয়ে সঠিক পরিকল্পনা করতে পারলে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়া সম্ভব। তারা গ্রামীণ ও প্রান্তিক পর্যায়ে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রাগুলোর সফল বাস্তবায়নের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।

এসডিজির ১৭টি বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রাকে ডুমুরিয়া উপজেলার বাস্তবতার আলোকে স্থানীয়ভাবে পরিকল্পনাভুক্ত করা; অংশীজনদের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা, সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার সাথে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট, ইউএনডিপি'র মতো উন্নয়ন সহযোগিদের কাজের সমন্বয়, রোডম্যাপ তৈরিসহ বেশকিছু সুপারিশ ও মন্তব্য উঠে আসে কর্মশালায়।

অনুষ্ঠানে উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের সরকারি কর্মকর্তা, বীর মুক্তিযোদ্ধা, শিক্ষক, সাংবাদিক এবং স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালার শেষ পর্বে অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত করে ডুমুরিয়া উপজেলার জন্য একটি খসড়া এসডিজি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়। কর্মশালা সঞ্চালনা ও সার্বিক সমন্বয়ে ছিলেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের প্রকল্প সমন্বয়কারী ইসরাত হাসান।

প্রকাশক | দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ
হেরাল্ডিক হাইটস, ২/২, মিরপুর রোড, লেভেল-৭, ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা -১২০৭।
ফোন: ০২২২২২৪৩৯৫৫, ০২২২২২৪৩৯৫৬

সম্পাদনা পরিষদ | মো: আহসানুল কবীর
ফাতেমা মাহমুদা
এ এস এম আতিকুর রহমান

ডিজাইনার
মো: সোহেল রানা